

চাঁদপুরের স্কুলগুলোতে নিম্নমানের বই পাঠ্য করার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁদপুর ॥ নতুন বছর আসার আগেই জেলার প্রত্যন্ত স্কুলগুলোতে নিম্নমানের বই পাঠ্য করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। অর্থের বিনিময়ে কোন কোন স্কুল বাছবিচার না করে (টেক্সট বুক বোর্ড ব্যতীত) নিম্নমানের বই পাঠ্যবই হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের ক্রয় করতে পরামর্শ দিচ্ছে। ফলে উচ্চমানের লেখকের বই মার খাচ্ছে।

জানা গেছে, একশ্রেণীর প্রকাশকের লোকজন ঢাকা থেকে বই নিয়ে এসে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের দ্বারে দ্বারে ঘোরে। শিক্ষকের কাছে সুবিধা করতে না পেরে তারা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘুষের বিনিময়ে প্রভাবিত করে। তাদের এই প্রলোভনে অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহকারী শিক্ষককে না জানিয়েই পাঠ্যবই হিসাবে অনুমোদন দেন। নাম না প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছুসংখ্যক শিক্ষক অভিযোগ করে বলেন, আমরা অনেক যাচাই বাছাই করে প্রধান শিক্ষকের কাছে বাংলা ও ইংরেজী ব্যাকরণসহ বিভিন্ন বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দিয়ে আসি অথচ পরের দিন স্কুলে গিয়ে দেখি বুকলিস্টে আমাদের বাছাই করা বই একটিও নেই।

আবার অনেক শিক্ষকও জেনেও গোপনে অর্থের বিনিময়ে এসব নিম্নমানের বই পাঠ্য করার বলেও অভিযোগ রয়েছে। গত বছর জেলার অনেক নামী-দামী স্কুলেই এ ধরনের নিম্নমানের বই পাঠ্য করা হয়েছে। এ ধরনের বই পাঠ্য করার ব্যাপারে উর্ধ্বতন মহলের কর্তৃত্ব না থাকায় এর প্রভাব দিনদিন বেড়েই চলেছে। পর্যবেক্ষক মহল আশা করেন, এসব নিম্নমানের বই ব্যবহার ও পাঠ্যরোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।